ভোরের কাগজ

12 JAN 2003
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

নগরীর প্যারেড গ্রাউন্ডে গতকাল থেকে শুরু হয়েছে নবম ঢাকা বইমেলা। মেলায় একটি স্টলে আগ্রহী পাঠকের ভিড় —ভোরের কাগজ

ঢাকা বইমেলা উদ্বোধন

২০০৩কে গ্রন্থাগার বর্ষ ঘোষণা করলেন প্রধানমন্ত্রী

কাগজ প্রতিবেদক : দেশের গ্রন্থাগার উন্নয়নে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া নতুন বছর ২০০৩-কে গ্রন্থাগার বর্ষ ঘোষণা করেছেন।

৯ম ঢাকা বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া গতকাল বুধবার এই ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানই দেশে প্রথম প্রতিটি থানায় একটি মিলনায়তন ও গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। গ্রন্থ ও গ্রন্থাগার নিয়ে ব্যাপক জরিপ ও গবেষণা হয়েছে। গ্রন্থাগারের উন্নয়নের জন্য সে সময় বেশ কিছু সুপারিশও পেশ করা হয়। কিন্তু তার শাহাদতের পর এ ক্ষেত্রে স্থবিরতার সৃষ্টি হয়। প্রধানমন্ত্রী গ্রন্থ ও গ্রন্থাগারের উন্নয়নে সব ধরনের সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং দেশের সবখানে ব্যক্তিগত ও সামাজিক উদ্যোগে নতুন নতুন পাঠাগার স্থাপন ও বর্তমান পাঠাগারগুলোর মানোন্নয়নের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত পক্ষকালব্যাপী ৯ম ঢাকা বইমেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করেন। একইসঙ্গে তিনি 'পল্লীকবি জসীমউদ্‌দীনের শততম জন্মবার্ষিকী ২০০৩' ও 'জাতীয় গ্রন্থবর্ষ ২০০২' উপলক্ষে পৃথক দুটি স্মারক ডাকটিকিট উদ্বোধন করেন। বইমেলা প্রাঙ্গণে নগরীর শেরে বাংলা নগরের জাতীয় প্যারেড স্কোয়ার মাঠের পশ্চিম পাশে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যের

● এরপর-পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৭

২০০৩কে গ্রন্থাগার বর্ষ ঘোষণা

● শেষের পাতার পর

মধ্যে বক্তব্য রাখেন সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী সেলিমা রহমান, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের সচিব নাজমুল আহসান চৌধুরী, জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্রের পরিচালক মাহমুদ শফিক ও ইউনিভার্সিটি প্রেস লি.-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মহিউদ্দিন আহমেদ।

বইমেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ১৯৯১ সালে বিএনপি সরকারের সময়ই দেশের প্রকাশনা শিল্প সচল হয়ে ওঠে। গণতান্ত্রিক পরিবেশে লেখকদের জন্য স্বাধীনভাবে লেখার সুযোগ সৃষ্টি হয়। লেখক, প্রকাশক ও পাঠকদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যাপক উৎসাহের সৃষ্টি হয় গ্রন্থ জগতে। তিনি পাড়ায় পাড়ায় ও গ্রামে গ্রামে গ্রন্থাগার গড়ে তোলার এবং বই কিনতে, পড়তে ও প্রিয়জনকে বই উপহার দেওয়ারও আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী গত বছর দেশে সংস্কৃতির জগতে সুবাতাস বয়ে গেছে বলেও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মানুষের মধ্যে গ্রন্থ সম্পর্কে আগ্রহ সৃষ্টি, গ্রন্থ পাঠের প্রসার এবং লেখক, প্রকাশক ও পাঠকদের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালে জাতীয় গ্রন্থনীতি অনুমোদিত হয়। তিনি আরো বলেন, সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশেই প্রথম গ্রন্থনীতি প্রণীত হয়। আমরাই প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিক মানের 'ঢাকা বইমেলা' এবং প্রতিটি জেলায় সপ্তাহব্যাপী বইমেলার প্রবর্তন করি। প্রধানমন্ত্রী তার সরকারের গ্রন্থবিষয়ক বিভিন্ন কর্মসূচির কথাও উল্লেখ করেন।

সংস্কৃতি প্রতিমন্ত্রী সেলিমা রহমান সুষ্ঠু সমাজ গঠন ও মানুষের মৌলিক চিন্তার বিকাশের জন্য বইয়ের অবদান অনস্বীকার্য বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রীর গত বছর গ্রন্থবর্ষ ঘোষণার ফলে দেশে নীরব গ্রন্থ বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

প্রকাশকদের প্রতিনিধি হিসেবে মহিউদ্দিন আহমেদ দেশে প্রকাশনা শিল্পের বিভিন্ন সংকট তুলে ধরেন। তিনি বলেন, গ্রন্থনীতির পাশাপাশি গ্রন্থাগার নীতি প্রণীত হলে দেশের প্রকাশনা শিল্প এগিয়ে যাবে। বিশ্বব্যাপী বাংলাদেশের বইয়ের বাণিজ্য সম্ভব হবে। তিনি এ প্রসঙ্গে আঞ্চলিক বইমেলা, প্রতি বছরই গ্রন্থ সম্পর্কিত বর্ষ ঘোষণা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের গ্রন্থের জন্য বরাদ্দকৃত বাজেট বাড়ানোর দাবিও জানান।

অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশের মানুষের প্রিয়জন হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক এস এম এ ফায়েজ ও পাবলিক সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. জিন্নাতুন নেছা তাহমিদ বেগমকে ক্রেস্ট ও বই উপহার দেন। অনুষ্ঠানে 'গ্রন্থ পাঠে আনন্দ' শীর্ষক বক্তব্য রাখেন নগরীর ডিকারুন নিসা স্কুলের ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী তিউনি বিনতে জিন্নাত ও মতিঝিল সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের একই শ্রেণীর ছাত্র ওয়ালিদ বিন কাসেম।